দৈনিক বাং
11 MAR 1986
5 ... 7 ...

009

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পক্ষান্তরে গবেষণা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সর্বাধিক ব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের শতকরা মাত্র ০.৩ ভাগ। অথচ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উন্নয়নকামী দেশসমূহের পরিমাণ মোট দেশজ উৎপাদনের অন্ততঃ শতকরা ১ ভাগ হওয়া উচিত। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে গবেষণা ও উন্নয়নে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১ ভাগের কম অর্থ সংস্থান অর্থনৈতিক উন্নয়নে তেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয় না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণের জন্য তাই বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র মোট জাতীয় উৎপাদনের ন্যূনপক্ষে শতকরা এক ভাগ অর্থ বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এ ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে। এর জন্য নিম্নোক্ত রূপরেখার আলোকে উপযুক্ত আর্থিক কাঠামো প্রণয়ন করা আবশ্যক: (ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ। (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী উন্নয়নে ধারাবাহিক অর্থ সংস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। (গ) সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাসমূহ হতে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সাহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ।

এছাড়া গবেষণা এবং উন্নয়ন কর্মতৎপরতার জন্য দেশের সকল উৎপাদনশীল খাতের মোট বাজেটের শতকরা ১ ভাগ অর্থ দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করা হবে। এতে নির্ধারিত চাঁদা প্রদান রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন উভয় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। এটা আয়করমুক্ত হবে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থায় গবেষণার জন্য এই তহবিল হতে অর্থ বরাদ্দ করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ তা বন্টন করবে এবং এই ব্যয়ের ফলাফল নিরূপণ করবে। তবে এই সকল কর্মসূচীর প্রশাসনিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।

দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক, আন্তঃআঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ: সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান আহরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাই দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রণী এবং বিকাশশীল দেশসমূহের সহযোগিতার জন্য সুসংহত চেষ্টা চালানো হবে। এই উদ্দেশ্যে উপ-আঞ্চলিক আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের জন্য সার্ক, কমনওয়েলথ সায়েন্স কাউন্সিল, এসকাপ, ইউনেস্কো, ইফস্টাড, আংকটাড প্রভৃতি সংস্থাসহ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটিকে উপরোক্ত মৌলিক নীতিমালার আওতাধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি দেশের আঞ্চলিক এবং সমগ্র দেশের সার্বিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগারে কর্মরত বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ প্রশাসক পরিকল্পনাবিদ এবং অন্যান্য পেশার বিশেষজ্ঞগণও অংশ গ্রহণ করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্প উদ্ভব নিশ্চিত করতে হবে। এক কথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা পরস্পর সম্পর্কিত একটি পদ্ধতি হবে।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার সাফল্য অনেকাংশেই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটির পর্যালোচনা ও নির্দেশনার উপর নির্ভর করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী সংস্থা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাগণের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রণয়ন করবে।

সুষ্ঠু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান এবং পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। অবশ্য শুধু এইগুলিই এ জন্য যথেষ্ট নয়। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে নানা ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সৃষ্টিকারী সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন নয় সেই সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থাসমূহেরও সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রয়োজন। বস্তুতঃ বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রচলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদ্ধতির মধ্যেকার পারস্পরিক যোগসূত্র ও কর্ম সম্পর্কের উপর বিজ্ঞান নীতির কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সর্বোপরি সমগ্র দেশবাসীকে দক্ষতা ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং জাতীয় প্রত্যয়ে বলীয়ান হতে হবে। বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ জাতিরূপে গড়ে তুলতে হলে দেশের জনগণের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথার্থ উন্মেষ সাধন করতে হবে।

(শেষ)